



93519 - উঠতি বয়সের ময়েদে প্রতী উপদেশে ও বন্ধু নির্বাচন

প্রশ্ন

আমি কীভাবে একজন আধুনিক টনিজের ময়ে হতে পারি এবং একই সাথে নিজের পরিবারের কাছে প্রিয়ভাজন হতে পারি, যাকে সবাই ভালোবাসে? কীভাবে আমি আমার এমন বান্ধবী থেকে মুক্ত হতে পারি যাকে আমি ভালোবাসি না এবং যাকে ভালোবাসার কোনো উপায় আমি খুঁজে পাই না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বয়ঃসন্ধিকাল একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুতর ও ভয়াবহ সময়কাল। এ সময়ে মানুষের শরীর, ববিকে-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি ও জৈবিক নানান পরিবর্তন সংঘটিত হয়। শয়তান এ সময়ে বিভিন্নান্তরী সকল পন্থা ও মাধ্যম ব্যবহারে চেষ্টা করে। তাই প্রত্যেকে টনিজের ছলে-ময়ে উচিত হচ্ছে নিজের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। জীবনের এই সময়ে আমরা যে উপদেশগুলো দিয়ে থাকি তা হচ্ছে:

এক:

ওয়াজবি বা মুস্তাহাব সব নকে আমল করার চেষ্টা করবে। হারাম, সংশয়পূর্ণ ও মাকরূহ আমলগুলো থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে।

শয়তানের জালে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে যে মাধ্যমগুলো সহায়ক সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- আল্লাহর নজরদারকি অনুভব করা ও তাঁর বড়ত্বকে স্মরণে রাখা; বিশেষতঃ একাকী থাকাকালে। কবি বলেন:

‘যদি তুমি কোনো দিন একাকী হও তাহলে বলো না আমি একা; বরং বলো: আমার একজন পর্যবেক্ষক আছেন। কখনো মনে করো না যে আল্লাহ এক মুহূর্ত গাফলে হন, মনে করো না যে, তুমি তার থেকে যা গোপন করছ তা তিনি জানেন না।’

অন্য একজন কবি বলেন:

‘যদি তুমি অন্ধকারে নরিজনে কোনো সন্দেহজনক কাজ করতে চাও এবং মন তোমাকে সীমালঙ্ঘনের দিকে আহ্বান করতে

থাকে, তখন আল্লাহর দৃষ্টপাতকে লজ্জা করো এবং মনকে বলো: যিনি এই অন্ধকারেরে স্রষ্টি তনি আমাকে দেখেছেন।’

- শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে ছুটে না চলা। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (কথামত চলো না)। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাকে তো শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরে নরিদশে দবিহে।”[সূরা নূর: ২১]

শয়তানের পদাঙ্ক একটি শৃঙ্খলেরে মত। যে এর পছেনে ছুটে চলে তার যাত্রা কখনো সমাপ্ত হয় না। প্রতিটি পদক্ষেপে পূর্বের পদক্ষেপেরে চয়ে ভয়াবহ, যদি না মানুষ পাপ থেকে বরিত থাকা এবং তাওবা করার মাধ্যমে নিজেকে শুধরে নেয়।

- সকল পাপ থেকে তাওবাহ করা। মুসলমি ব্যক্তির দ্বারা পাপ সংঘটিত হতহে পারে। কনিতু এক্ষত্রে করণীয় হচ্ছ পাপ ছড়ে দিয়ে তাওবা করা, পাপে অবচিল থাকা নয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফলেলে কথিবা নিজদেরে প্রতিযুগুম করে ফলেলে আল্লাহর স্মরণ করে এবং নিজদেরে পাপেরে জন্য কষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ কষমা করবে কে? আর তারা জনেশুনে নিজদেরে ক্তকর্মেরে উপর জদি করে থাকে না।”[সূরা আল-ইমরান: ১৩৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রত্যকে আদম সন্তান ভুল করে। আর ভুলকারীদের মাঝে তাওবাহকারীরা সর্বোত্তম।”[ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, বর্ণনা নং (৪২৫১)। শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান]

- মৃত্যু ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাতেরে কথা স্মরণ করা। যে ব্যক্তি স্মরণ করে যে হঠাৎ মৃত্যু আসবে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আল্লাহ তাকে তার কাজেরে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন; সে পাপ করত ভয় পয়ে তা থেকে বরিত থাকবে।
- আল্লাহর কাছে নকে কাজ করা ও পাপ কাজ থেকে বরিত থাকার তাওফকি চয়ে দোয়া করা। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি দোয়া করে, তনি তাকে হতাশ করেনে না। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“(হে রাসূল!) আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় (তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও), আমি তাকে



কাছেই আছি। কটে যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই; অতএব; তারাও আমার ডাকে সাড়া দকি এবং আমাকে (যথার্থভাবে) বিশ্বাস করুক যাত্রে তারা ঠকি পথে থাকতে পারে।”[সূরা বাকারা: ১৮৬]

দুই:

সৎসঙ্গীদরে সাহচর্য গ্রহণ এবং মন্দ সঙ্গীদরে থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সচেষ্ট হও। কারণ সঙ্গী ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই বলা হয়ে থাকে: "কোনো মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে তার সাথে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। প্রত্যেকে ব্যক্তির সাথে অনুসরণ করে।"

তিন:

নজিরে সময়কে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারী কাজে নিয়োজিত রাখবে। অলসতা থেকে সাবধান হও। কারণ জীবনে এই সময়টতে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ কষ্টকর বিষয়।

চার:

যদি তুমি মানুষের হৃদয় জয় করতে চাও তাহলে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তোমার আচরণ সুন্দর করবে। তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে এবং তাদের নানান প্রয়োজন পূরণ করবে। এর মাধ্যমে তুমি তাদের মন জয় করতে পারবে। তুমি কি কবির কথা শুননি:

‘মানুষের সাথে সদাচরণ করে তাদের মনকে বশীভূত করে নাও,

সর্বদা মানুষের প্রতি সদাচরণই তাদেরকে বশ করে আসছে।’

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বর্ণিত রয়েছে:

‘তুমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করো, তার পরিচালক হতে পারবে। তুমি যার প্রতি ইচ্ছা মুখাপেক্ষী হতে পারো, তার কাছে তুমি বন্দী হয়ে পড়বে। আর তুমি যার থেকে ইচ্ছা নজিরে নরিভরতা সরিয়ে নতি পারো, তাহলে তুমি তার অনুরূপ হতে পারবে।’

তবে আমরা এখানে মানুষের হৃদয় জয় করা এবং তাদের ভালোবাসা অর্জন করার ব্যাপারে তোমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কথা বলছি। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

“নশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে করুণাময় তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দবিনে।” কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ

এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: ‘আল্লাহর কসম! ঈমানদারদের অন্তরে (ভালোবাসা সৃষ্টি) করে দবিনে। আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে, হারাম ইবনে হাইয়ান বলতেন: কোনো বান্দা যদি তার হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় আল্লাহ মুমিনদের হৃদয়কে তার দিকে ধাবিত করে দেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে তাদের ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য রযিকি হিসেবে প্রদান করেন।’ [তাফসীরুত ত্বাবারী (১৮/২৬৬)]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জবিরলিকে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ভালোবাসি সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। তিনি বলেন: ফলে জবিরলি তাকে ভালোবাসে। অতঃপর সে আসমানে ঘোষণা করে: আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন সুতরাং তোমরা তাকে ভালোবাসো। ফলে আসমানবাসী তাকে ভালোবাসে।” তিনি বলেন: অতঃপর যমীনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যখন তিনি কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন জবিরলিকে ডেকে বলেন: “আমি অমুককে অপছন্দ করি সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ করো।” তিনি বলেন: ফলে জবিরলি তাকে অপছন্দ করে। এরপর সে আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে, আল্লাহ অমুককে অপছন্দ করে সুতরাং তোমরাও তাকে অপছন্দ কর। তিনি বলেন: ফলে তারা তাকে অপছন্দ করে। এরপর জমিনে তার জন্য নিন্দা তৈরী করে দেয়া হয়।” [হাদীসটি বুখারী (৭৪৮৫) ও মুসলিম (২৬৩৭) বর্ণনা করেন]

ওহে আল্লাহর বান্দী! দেখলে তো। মানুষের মন জয় করা ও তাদের ভালোবাসা অর্জন করা তোমার হাতে নই কিংবা তুমি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের হাতেও নই। বরং এটি কেবল মহান আল্লাহর হাতে। তিনিই অন্তরসমূহের মাঝে সৌহার্দ্য তৈরী করেন, আবার দূরত্ব সৃষ্টি করেন। তিনিই দান করেন এবং বাধা দেন। তিনি উপরে ওঠান এবং তিনি নামিয়ে দেন। এ সবই সৃষ্টির প্রতি তার প্রভুত্বের দাবি।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন মুমিন বান্দার শ্রেষ্ঠ কাম্য বিষয়। আমরা কীভাবে সেই মহান লক্ষ্য অর্জন করব তার মাত্র একটি পথ আছে। সেটি হচ্ছে তাঁর নবীর অনুসরণ করা ও আনুগত্য করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো; ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দবিনে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আলে-ইমরান: ৩১]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন: “আল্লাহ তা‘আলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছি তা দ্বারাই সে আমার অধিক নকৈট্য লাভ করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমেও আমার নকৈট্য হাছল করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার করণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনবে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখবে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা



দিয়ে সে ধরে। আমিতার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আমিতাকে তা দই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে আমিতাকে আশ্রয় দই। "মুমনিরে আত্মা কবজরে ক্ষত্রে আমি যতবশৌ দ্বিধাগ্রস্ত হই অন্য কোন বশিয়ে আমিসে রকম দ্বিধাগ্রস্ত হই না। সে মৃত্যুকো অপছন্দ করে, আর আমিতার কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি"। [হাদীসটি বুখারী (৬৫০২) বর্ণনা করেন]

এরপরও যদি খারাপ কটে থাকে যে চায় মুমনিদরে মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তোমার খারাপ চায়, তোমাকে তাদের মত হতে বলবে, তুমি যে আর-রহমানের আনুগত্যের উপর আছ, ইবাদতের মঞ্জুলিগুলো ও ঈমানের শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে অনুরাগী সটো তাদের মনঃপুত না হয়, তাহলে হে আল্লাহর বান্দী! তুমি তাদের কথায় ভ্রুক্ষপে করবো না। তুমি সরল পথে চলতে থাকো। আল্লাহর নেককার বান্দাদের সাথে থাক। কবি বলেন:

‘যখন আমার গতোত্রে সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমার প্রতি তুষ্ট হয়,

তখন আমার গতোত্রে দুষ্ট লোকেরা আমার প্রতীকসন্তুষ্ট হয়।’

এখানে আমরা পতি-মাতা ও নকিটাত্মীয়দের প্রতীসদাচরণের প্রতি বিশেষ জোর দি। কারণ এরা সদাচরণ পাওয়ার সর্বাধিক হকদার এবং এদের অন্তর জয়ে সর্বাধিক চেষ্টা চালানোর অধিকারী। তোমার পতি-মাতা তোমাকে ছোট মনে করে যে আচরণ করে এতে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। কারণ তুমি যত বড়ই হও না কেন তোমার পতি-মাতার চোখে তুমি ছোট।

অধিকন্তু পতি-মাতা তোমার পরিচালনা, দেখাশোনা, প্রতীপালন এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার অধিকার রাখেন। তারা তোমার ব্যাপারে আমানতদার। দুনিয়া ও আখিরাতে তারা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। তোমাকে তারা শিষ্টাচার, দ্বীনরে বধি-বিধান মনে চলা এবং শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকি সম্মান করার ক্ষত্রে জোর করার অধিকার রাখেন। এ বিষয়গুলো উঠতি বয়সীর প্রবৃত্তি ও ঝোঁকপ্রবণতার সাথে সাংঘর্ষ বাধায়। ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সটোকে তুমি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করছ ও অনুভব করছ। আমরা বুঝতে চাচ্ছি: তোমার উঠতি বয়সের প্রবৃত্তি ও ঝোঁকপ্রবণতা যা দাবী করে সটোর সাথে শিষ্টাচার যা আবশ্যিক করে এবং পতি-মাতার পরিচালনা ও কর্তৃত্বের অধিকার যা অনবির্য করে উভয়টির মাঝে সমন্বয় সাধন করার পরিস্থিতি।

এর থেকে তুমি তোমার বাকি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। যদি তোমার এই বান্ধবী দ্বীনদার হয়ে থাকে তাহলে তার সাথে সটোহারদ্য রাখা ও তার কাছাকাছি থাকার ব্যাপারে তুমি সচেষ্ট হও। আর যদি সে মন্দ ও খারাপ মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। তাহলে সেও তোমার থেকে দূরে চলে যাবে।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ



“খারাপ নারীরা খারাপ পুরুষদরে জন্ম এবং খারাপ পুরুষরো খারাপ নারীদরে জন্ম। আর ভালো নারীরা ভালো পুরুষদরে জন্ম এবং ভালো পুরুষরো ভালো নারীদরে জন্ম। লোকরো যা বলে (যে খারাপ উক্তিকরে) তা থেকে এরা সম্পূর্ণ নরিদোষ। এদরে জন্ম রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।”[সূরা নূর: ২৬]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।